ঝিনাইদহে সিভিল সার্জন ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে টেন্ডারে অনিয়মের অভিযোগ এনে এক ঠিকাদার আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় সিভিল সার্জন ও হাসপাতালের তত্বাবধায়ককে বিবাদি করা হয়েছে।

আদালত বিষয়টি আমলে নিয়েছে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের স্বত্ত্বাধীকারি মিনা মোহাম্মদ নবী বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি ২৫০ শয্যা ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে রোগীদের ঔষুধ, যন্ত্রপাতি, ব্যান্ডেজ, গজ কাপড়, লিলেন কাপড়, কেমিক্যাল ও আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য প্রায় ৬ কোটির টাকার টেন্ডার আহবান করা হয়। টেন্ডারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অংশ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয়। শর্ত অনুযায়ী সাধারন ঠিকাদারেরা অংশ নিতে অযোগ্য হয়ে পড়েন।

এ নিয়ে এমএস এন্টারপ্রাইজের মালিক মৌসুমি আক্তার মিথিলা বাদী হয়ে সিভিল সার্জন ও তত্বাবধায়ককে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। লিগ্যাল নোটিশে কাজ না হওয়ায় মঙ্গলবার ঝিনাইদহের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মেসার্স বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মিনা মোহাম্মদ নবী বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন (যার নাম্বার-৩১/২৫)।

মামলায় ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা.মিথিলা ইসলাম ও হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমানকে ৩ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার বিষয়ে জানতে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিকবার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

তবে ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. মিথিলা আক্তার বলেন, হাসপাতালের টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই। তাই এ নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারবো না।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষকে বিদায়ী সংবর্ধনা

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ ও শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি কর্ণেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ানকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদায়ী সভাপতি কর্ণেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ান।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, ক্যাডেট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শফিক উদ্দিন, এ্যাডজুট্যান্ট সরফরাজ নেওয়াজ, মেডিকেল অফিসার মেজর ডা: নুরুজ্জামান তুর্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আব্বাস উদ্দিন, শিশু কুঞ্জ স্কুলের শিক্ষক মৃনালিনী সরকার, মিজানুর রহমান।

আলোচনা সভার শুরুতে সভাপতিকে সংবর্ধণা প্রদাণ করা হয়। এর আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালের ছয় কোটি টাকার টেন্ডার

শর্তেও বেড়াজালে পড়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের ছয় কোটি টাকার টেন্ডারে অংশ নিতে পাচ্ছেন না সাধারন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের

মালিকরা। বঞ্চিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এমএস এন্টারপ্রাইজের মালিক মৌসুমি আক্তার মিথিলা বাদী হয়ে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেছেন। যার বিবাদী করা হয়েছে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক, হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জনকে।

ঠিকাদারদের অভিযোগ, বর্তমান তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান শর্ত আরোপ করে তার পছন্দের এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য দেনদরবার প্রায় চুড়ান্ত করেছে।

জানা গেছে, ২৫০শয্যা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের- ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য রোগীদের ঔষুধ, যন্ত্রপাতি, ব্যান্ডেজ গজ কাপড়, লিলেন কাপড়, কেমিক্যাল ও আসবাপত্র সরবরাহের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে করে সাধারন ঠিকাদারীগন এই কাজে অংশ নিতে না পারে। অভিযোগ রয়েছে রাজশাহীর এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান দেনদরবার শেষ করেছে। এমনকি ওই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে হাসপাতালের ই-টেন্ডারের গোপন পাসওয়ার্ড সরবারহ করেছেন।

মাগুরার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মামুন ড্রাগর্সের মালিক আজিজুল হক অভিযোগ করেন, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক যে শর্ত দিয়েছেন। তা বিগত দিনে বাংলাদেশের কোনো হাসপাতালে এমন শর্ত দেওয়া হয়নি।

তিনি আরও জানান, ঠিকাদারী কাজে অংশ নেওয়ার জন্য ৯৬টি আইটেমের স্যাম্পল দিতে হবে। কিন্তু এই স্যাম্পল নিতে ৫/৬ লাখ টাকার খরচ হবে। যদি কাজ না পাই তাহলে পরবর্তীতে কোম্পানী থেকে নেওয়া ওই স্যাম্পল ফেরৎ নেবে না। ফলে এই কাজে আমরা অংশ নিতেও পারছি না।

এছাড়াও নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করেছেন, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক রাজশাহীর টোটন এন্টারপ্রাইজকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঢাকায় বসে মোটা অংকের টাকা ঘুষ গ্রহন করে তাকে কাজ পাওয়ায়ে দেওয়ার পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এব্যাপারে তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও হিসাবরক্ষক ফেরদৌস হোসেনকে একাধিকবার মোবাইলে ফোন দিলেও তারা ফোন রিসিভ করেনি।

ঝিনাইদহ জেলা সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডাঃ মিথিলা ইসলাম জানান, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই। তাই এবিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না।

মহেশপুরে ৪৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে অবৈধভাবে ভারতীয় সীমান্ত পারাপারের সময় ৪৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছে ৫৮ বিজিবি।

সোমবার (১৩ জানুয়ারি) মহেশপুর বিজিবির মিডিয়া সেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ১২ জানুয়ারি রবিবার, রাত ১১ টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ নতুনপাড়া বিওপি’র দায়িত্বরত এলাকার সীমান্ত পিলার-৬৬/৫-এস হতে আনুমানিক ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নতুনপাড়া গ্রামের হালিমের আম বাগানের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৪৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত মদ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যপারে মহেশপুর থানায় মাদকদব্য আটকের মামলা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে এক রাতে সর্বহারা হলো ২৬ জন

ঝিনাইদহ সদরের সর্ব বৃহৎ বাজার হাটগোপালপুরে ২৬ টি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে দোকানগুলোর দরজার তালা কেটে চুরি ক্যাশবক্স ভেঙে নগদ টাকা ও মালামাল নিয়ে গেছে।

স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের কয়েকশ গজ দূরের বাজারে এ রকম চুরির ঘটনা জনমনে নানা রহস্য তৈরি হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, ওই বাজারের মোট ২৬টি দোকানে চুরি হয়েছে। এসব দোকান থেকে ক্যাশবক্স ভেঙে নগদ টাকা, গামেন্টস সামগ্রী, ওষুধ ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে যায় চোরের দল।

স্থানীয় পদ্মকর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিকাশ কুমার বিশ্বাস বলেন, গত কিছুদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় চুরি ডাকাতির কথা শুনে আমাদের বাজারের ব্যবসায়ীদের সর্তক থাকতে বলেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত একই রাতে ২৬ টি দোকানে চুরি হয়ে গেল। দাগী অপরাধী ও মাদাকাসক্তদের গ্রেপ্তার না করলে চুরি-ডাকাতি আরো বেড়ে যাবে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহিদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ওই বাজারে চুরির ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যসহ বাজারের পাহারাদারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আশা করছি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে চুরির রহস্য উন্মোচন করা হবে।

জোর পূর্বক জমি দখল করে নেওয়াই ভুক্তভোগীর সংবাদ সম্মেলন

৩৩ বছর দখলে থাকা জমি জোর পূর্বক দখল করেছেন প্রতিপক্ষ আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু। ওই জমি ফেরতের দাবীতে রবিবার কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী হাসান মোল্লা।

সংবাদ সম্মেলন হাসান মোল্লার পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগীর ছোট ভাই আব্দুল বাশার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য অমেদুল ইসলাম, জমি বিক্রেতা আব্দুল কুদ্দুস, প্রতিবেশী আলমগীর বিশ্বাস, আব্দুর রশিদ ও রবিউল ইসলাম।

তিনি বলেন, গেল ৩৩ বছর হল আমেনা খাতুন ও আনোয়ারা খাতুনের কাছ

থেকে ১৬৯ শতক জমির মধ্যে ৯৭৪, ৯৭৫, ১৬৬৭ দাগের ডাঙ্গা শ্রেণিভুক্ত ৮৮ (আটাশি) শতক জমির মধ্যে ৭১ (একাত্তর) শতক জমি ইং ১৭/১২/১৯৯১ তারিখে ২৯৫৯ নং দলিল মূলে ক্রয় করি। সে থেকে আমি ভোগ করে আসছি।

গেল ০৯-০১-২৫ তারিখে এলাকার কিছু ভাড়াটিয়া মানুষদের নিয়ে গিয়ে সে জমি দখল করেছেন। যার মধ্যে ছিলেন, আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু, সাইফুল ইসলাম, আঃ ছাত্তার, আমির হোসেন।

তিনি আরো বলেন, তফসীল বর্ণিত জমি নিয়া বিবাদীরা ইতিপূর্বে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগে পেক্ষিতে কোটচাঁদপুর থানা থেকে ঘটনাটি তদন্তে সরজমিনে যান। এরপর উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই অন্তে আমার জমির পরিমাণ ও ভোগ দখল সঠিক আছে বলে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিয়া দেন। বিবাদীরা ওই মিমাংসা অমান্য করে জোর পূর্বক অবৈধভাব ভাড়াটি সন্ত্রাসিদের সহযোগিতায় দখল করে নিয়েছেন।

বলেছেন, এরপরও যদি ওই জমির পাশে যায়,তাহলে তারা আমার ও আমার পরিবারের মানুষদেরকে মেরে ফেলবে। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্তায় দিন যাপন করছি। এ ব্যাপারে তিনি সুষ্ট তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সাথে সাথে ওই জমি ফেরত পেতে সহায়তা ও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু বলেন, ওইটা আমার মায়ের জমি। ওয়ারিশ সুত্রে আমি পেয়েছি। আমি কারোর জমি দখল করি নাই। তারাই জমি দখল করে নিয়েছেন। তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, সেটা মিথ্যা।

ঝিনাইদহে জুলাই ঘোষণাপত্রের

লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

ছাত্র জনতার আন্দোলনে শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ঘোষণাপত্রের দাবিতে ঝিনাইদহে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। গতকাল শনিবার বিকেলে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

সেসময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সমন্বয়ক আবু হুরায়রা, জাতীয় নাগরিক কমিটি জেলা শাখার আহ্বায়ক নাসির আল সাদী, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম তারেকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

উপস্থিত ছিলেন, বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাইদুর রহমান, রত্না খাতুন, তানাইম, সাব্বির আহমেদ জুয়েল, নাগরিক কমিটির এডভোকেট জাহিদুর রহমান, মুজাহিদুল হক, মনির হোসেন, তরিকুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির প্রমুখ।

সেসময় বক্তারা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার জীবনের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদ আওয়ামী দুঃশাসনের পতন হয়েছে উল্লেখ করে দেশে আর কখনোই যেন ফ্যাসিবাদ কায়েম না হতে পারে সেজন্য ছাত্র জনতা এ বিষয়ে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, চাঁদাবাজ, লুটপাট ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সমাবেশ শেষে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্বীকতি ও ঘোষণাপত্র প্রকাশে জনমত গঠনের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে বিডিআর সদস্যদের মানববন্ধন

২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ডের সুষ্টু বিচার ও চাকুরীচ্যুতদের পুর্ন:বহালসহ তিন দফা দাবীতে ঝিনাইদহে সাবেক বিডিআর সদস্যদের মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার (১২ জানুয়ারি) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ঝিনাইদহ শাখার পক্ষ থেকে এ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

এতে চাকুরিচ্যুত বিডিআর সদস্য ও বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ঝিনাইদহ শাখার সভাপতি বিএম কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ল্যান্স নায়েক আব্দুল কাদের, হাবিলদার আলিফ হোসেন, সিপাহী সেলিম হোসেন, নায়েক মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, ল্যান্স নায়েক মোঃ আজিজুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, ছাত্র শিবিরের ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাবেক সভাপতি আলমঙ্গীর হোসেনসহ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার আহ্বায়ক আবু হুরাইরা, যুগ্ম-আহবায়ক মনির হোসেন, সদস্য সচিব সাইদুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, ২০০৯ সালে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন বিডিআর সদস্যকে হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত, অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুতদের সকল সুযোগ সুবিধাসহ পুণরায় চাকুরীতে পুর্ন:বহালসহ তিন দফা দাবী তুলে ধরেন।

কোটচাঁদপুর রাতের আধারে চলছে মাটি কাটা মহোৎসব

কোটচাঁদপুর উপজেলা জুড়ে মাটি কাটার মহোৎসব চললেও জানেন না উপজেলা প্রশাসন। স্পেসিফিক তথ্য চাইলেন গণমাধ্যম কর্মী দের কাছে।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মাটি কাটা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি এ কথা বলেন। দায়িত্বরত ইউনিয়ন সহকারী ভুমি কর্মকর্তাদের একাধিক বার মাটি কাটার বিষয় অবগত করলেও কোনো প্রকার ব্যাবস্থা নেয়নি তারা।

দিনের বেলায় দেখা মেলে দুই এক জনেকে কৃষি জমির টপ সয়েল কাটতে। লেবার দিয়ে হেডলোডে ট্রাক্টরের টলি বোঝাই করে মাটি নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে। তবে রাত হলেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন মাটি কাটা সিন্ডিকেটের সদস্যরা। রাত ১০টার থেকে শুরু করে ভোর পর্যন্ত অবৈধভাবে চলে মাটি কাটার কর্মযজ্ঞ। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে এভাবে এক্সক্যাভেটর (ভেকু) দিয়ে কৃষিজমির উপরিভাগের ও পুকুর সংস্করের

নামে মাটি কেটে নিচ্ছেন চক্রের সদস্যরা।

উর্বর মাটি ইটভাটাসহ বিভিন্ন স্থান ভরাটের কাজে বিক্রি করছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। এসব পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত গাড়িতে নষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত গ্রামীণ পাকা সড়ক সহ হাইওয়ে সড়ক।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধে উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় আলোচনা করা হবে । মাটি কাটার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করার জন্য। এরপর দিনের বেলায় চক্রের সদস্যরা নিষ্ক্রিয় থাকলেও রাতের বেলায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মাঠে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করেন কৃষক। এসব ফসল স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করা হয়। পাট, পেঁয়াজ, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কাঁচামরিচ, ধানসহ নানান ধরনের ফসলের আবাদ করেন তারা। তবে মাটি কেটে নেওয়ায় প্রতি বছর আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এতে কৃষকের দীর্ষস্থায়ী ক্ষতি হলেও মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন মাটি ব্যবসায়ীরা।সরেজমিন দেখা গেছে,উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের ধানের জমি থেকে লেবার দিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। জমির মালিক রাঙ্গিয়ারপুতা গ্রামের ইস্কুল শিক্ষকের ভাষ্য, তার পাশের জমির মাটি কেটে বিক্রি করার কারণে তার জমি উঁচু হয়ে গিয়েছে। তাই মাটি কাটছে।তিনি ডিসি অফিস থেকে অনুমোদন নেননি বলে জানিয়েছেন। ৪ থেকে ৬টি ট্রাক্টরে এসব পরিবহনের কাজ হচ্ছে।
জায়গাটিতে আগে সমতল জমি ছিল বলে জানান গ্রামের কৃষক রফিক হোসেন অভিযোগ করে বলেন, গ্রামের লোকজন বাধা দিয়ে কি করবে। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তাদের সহযোগিতা করাছে। পর্যায় ক্রমে আশপাশের সব জমির মাটি কাটতে হবে। তা না হলে উঁচু নিচু জমিতে আবাদ হবে না।

সলেমানপুর এলাকার মাঠে ফসলি জমির টপ সয়েল কেটে ট্রাক্টরে তোলা হচ্ছে।ডিসি অফিস থেকে অনুমোদন না নিয়ে মাটি কাটার কাজ করছেন শহরের সলেমানপুর গ্রামের শাহিন রহমান। তিনি বলেন, মাটি বিক্রি করছেন জমির মালিক। আমি লেবার ঠিক করে দিয়েছি। তবে এ মাটি ইটভাটাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বলুহর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের কৃষি জমির মাটি কেটে বিক্রি করছেন পৌর এলাকার জামিরুল। কপোতাক্ষ নদ ক্ষননের পাড়ের মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, উপজেলায় কয়েকটি শক্তিশালী মাটি ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। তারা

দরিদ্র কৃষককে নানান প্রলোভন দেখিয়ে উর্বর অংশের মাটি কিনে নিচ্ছেন। অসচেতনতায় অনেকে নগদ অর্থ পেতে বিক্রি করছেন।

কৃষিজমি থেকে কেটে নেওয়া মাটি বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রলি। এতে গ্রামীণ সড়কে খানাখন্দ তৈরি হচ্ছে। একপর্যায়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ট্রলি চলাচল করায় আবাদি জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।স্থানীয় একাধিক সূত্র জানিয়েছে, উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের ভোমরাডাঙ্গা গ্রাম পুকুর সংস্করের নামে রাত ভোর মাস ব্যাপি ভেকু দিয়ে মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছেন ওই গ্রামের রহিম ও সাইফুল।ডিসি অফিস থেকে পুকুর সংস্করের অনুমতি নিয়ে কুশনা ইউনিয়নের আমেরিকার জনগণের সহায়তায় তৈরি আমেরিকান সড়কের পাশে পুকুর সংস্ককার করার পাশাপাশি ট্রাক্টর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মাটি বিক্রি করছেন বান্দাল বাজার এলাকার আব্দুল আলিম। পাশেই পুকুর সংস্ককার করছেন সুমন নামে এক জন। তিনি কোনো অনুমতি নেননি। সপ্তাহ ব্যাপি মাটি কেটে বিক্রি করছেন ইটভাটা সহ বিভিন্ন জায়গায়। তিনি জানান বিভিন্ন সিস্টেম করে কাজ চালাচ্ছেন। ভেকু দিয়ে কাঁঠালিয়া গ্রাম থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছেন এলাঙ্গী ইউনিয়ন ইউপি সদস্য আব্দুল হাকিম। সাফদারপুর ইউনিয়নের লক্ষিকুন্ডু গ্রামে ভেকু দিয়ে বালি কাটছেন উকিল নমে একজন।

দৌড়া ইউনিয়নের বকুল সিটি পার্কের ভিতরে ড্রেজার মেশিন দিয়ে পুকুর থেকে বালি তুলে ভেকু দিয়ে কেটে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছেন শাহজাহান আলী। সিন্ডিকেটের সদস্যরা ট্রাক্টরের লাইট জ্বালিয়ে গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত মাটি কাটে। সাত-আটটি ট্রাক্টর পরিবহনের কাজ করে। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জানা নেই। স্পেসিফিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করুন।ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষক সমাবেশ

সার সিন্ডিকেট বন্ধসহ ১২ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ঝিনাইদহের

শৈলকুপায় কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শৈলকুপা উপজেলা কৃষক কল্যাণ সমিতির নেতৃন্দের উদ্যোগে শহরের একটি রেস্টুরেন্টে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সিনিয়র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মোঃ কেরামত আলীর সভাপতিত্বে কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা কৃষক কল্যান সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ মুসা।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা কৃষক কল্যাণ সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আহসানুল ইসলাম ডন, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৃষক নেতা মোহাম্মদ তুহিন মিঞা। কৃষকদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন, শৈলকুপার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের রহমত এলাহী মিঠু, হাকিমপুর ইউনিয়নের সেলিস হোসেন, মনোহরপুর ইউনিয়নের খুশি খাতুন, মির্জাপুর ইউনিয়নের ইউনুসসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, সিন্ডিকেট করে কৃত্তিম সার সংকটের কারনে কৃষক এবং কৃষি খাতে ধ্বংস নামতে পারে। ন্যায্যমূল্যে কৃষকরা যেন সময়মত সার পায় এবং সার ক্রয়ের মেমো দিতে হবে। ১ মন হিসেবে ৪০ কেজির বেশি ওজন নেওয়া বন্ধ করতে হবে। সেই উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারিত থাকতে হবে। এছাড়াও ভর্তুকি বাড়িয়ে ডিজেলের দাম কমাতে হবে। আলোচনা সভা শেষে শৈলকুপা উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়।